European Union

International Labour Organization

প্রতিবন্ধকতা গুড়িয়ে দেয়া:

সবার জন্য শোভন কাজ নিশ্চিতকরণ

সুবিধাবঞ্চিত নারী ও প্রতিবন্ধীদের জন্য পরীক্ষামূলক তৈরি পোশাক সেলাই মেশিন পরিচালক কোর্স

প্রতিবন্ধীতা ও দারিদ্রতা গভীরভাবে সম্পর্কিত। বিশ্বব্যাংকের হিসেবে, উন্নয়নশীল বিশ্বে দরিদ্র মানুষের ১৫ থেকে ২০ শতাংশ প্রতিবন্ধী। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক বলছে, এশিয়া–প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে মোট জনসংখ্যার মধ্যে প্রায় ৮০ কোটি মানুষের (২৫%) পরিবার প্রতিবন্ধী সদস্যের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত[১]।

আইএলও সম্পর্কে

আইএলও হলো বিভিন্ন দেশে শ্রমের আন্তর্জাতিক মানদণ্ড বজায় রাখার বিষয়টি পর্যবেক্ষণ ও তদারকির কাজে নিয়োজিত একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা।

জাতিসংঘের একমাত্র 'ত্রিপক্ষীয়' এই সংস্থা সবার জন্য শোভন কাজের নীতিমালা ও কর্মসূচি প্রণয়ণের সময় দেশের সরকার, চাকরিদাতা ও শ্রমিকর প্রতিনিধি– সবার অংশগ্রহণের বিষয়টি নিশ্চিত করে। এই অনন্য উদ্যোগ আইএলওকে চাকরি এবং কাজ সম্পর্কে সমন্বিত 'বাস্তব জগতের' জ্ঞান লাভের সক্ষমতা দিয়েছে।

প্রতিবন্ধী বহু মানুষ তাদের গোষ্ঠীতে সামাজিকভাবে অন্তর্ভুক্তির পথে বড় ধরনের বাধার মুখে পড়েন। অনেকেই মূলধারার প্রশিক্ষণ বা সুন্দর শিক্ষাগ্রহণের অধিকারবঞ্চিত হন, যা তাদের চাকরির সুযোগ উলেস্নখযোগ্য হারে কমিয়ে দেয়।

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) সবার জন্য শোভন কাজ নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং সংস্থাটি কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ (টিভিইটি) সংস্কার প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশে সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর কর্মসুযোগ সৃষ্টির ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। পাঁচ বছর মেয়াদি এ প্রকল্প বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মানোন্নয়নের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশের প্রতিযোগিতার সক্ষমতা নিশ্চিত করতে কাজ করছে।

কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ (টিভিইটি) সংস্কার প্রকল্পের আওতায় সম্প্রতি পরীক্ষামূলকভাবে শুরু করা তৈরি পোশাক সেলাই (আরএমজি) মেশিন পরিচালক কোর্সের ওপর এই পুস্তিকায় আলোকপাত করা হয়েছে। এই কোর্স প্রতিবন্ধী নারীদের বহুমাত্রিক দক্ষতাসম্পন্ন তৈরি পোশাক (আরএমজি) শ্রমিকে পরিণত হতে প্রয়োজনীয় কারিগরি সামর্থ্য অর্জনের সুযোগ দিচ্ছে। বাংলাদেশে দক্ষ শ্রমিকের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে এবং এ কোর্সে অংশগ্রহণকারীরা সামনের দিনে প্রমাণ করবে যে, মানসম্পন্ন প্রশিক্ষণ ও যথাযথ মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত মানুষ তৈরি পোশাক (আরএমজি) রপ্তানি শিল্পে বৈশ্বিক চাহিদার প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের সামর্থ্য বাড়ানোর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

ইইউ সম্পর্কে

ইউরোপীয় ইউনিয়ন ২৭টি সদস্য দেশের সমন্বয়ে গঠিত; এই দেশগুলো ধীরে ধীরে বাস্তব প্রেক্ষাপট বিবেচনায় কর্মকৌশল নির্ধারণ, সম্পদ ও লক্ষ্য একসূত্রে গাঁথার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। এরপর একসঙ্গে ৫০ বছর সময় পার করার পর দেশগুলো পারস্পরিক সাংস্কৃতিক বহুমাত্রিকতা, সহনশীলতা ও ব্যক্তি স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকেই একটি স্থিতিশীল, গণতান্ত্রিক, ও টেকসই উন্নয়ন অঞ্চল গড়ে তুলেছে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন তাদের অর্জন ও মূল্যবোধের বিষয়গুলো এর সীমানার বাইরের দেশ ও জনগণের সঙ্গে বিনিময়ের বিষয়েও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

এই পরীক্ষামূলক উদ্যোগ শিল্পখাতের সামনে একটি মডেল উপস্থাপন করবে, যার মধ্যে দিয়ে দেখা যাবে– কীভাবে সুবিধাবঞ্চিত মানুষ কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ (টিভিইটি) কর্মসূচির মূলধারায় ঢুকে আনুষ্ঠানিক কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ (টিভিইটি) যোগ্যতা অর্জন করতে সক্ষম।

টিভিইটি সংস্কার প্রকল্পের অধীনে পরিচালিত এ কোর্সের জন্য যৌথভাবে অর্থায়ন করছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন, পক্ষাঘাত পুনর্বাসন কেন্দ্র (সিআরপি), ইন্টারফ্যাব শার্ট ম্যানিফ্যাকচারিং লিমিটেড ও কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর। বাংলাদেশ সরকারের কারিগরি বিদ্যালয় এবং মহাবিদ্যালয় গুলোও (টিএসসি) এর সঙ্গে জড়িত।

লক্ষ্যের সারসংক্ষেপ

- এখানে হাতে-কলমে দেখানো হয়েছে যে, কর্মক্ষেত্রে বা কর্মক্ষেত্রের বাইরের মানসম্পন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত নারী ও প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর (পারসন উইথ ডিসএবিলিটিস-পিডবিস্নউডিএস) দক্ষতা অর্জনে সক্ষম;
- সুবিধাবঞ্চিত ব্যক্তিরা আনুষ্ঠানিক টিভিইটি কর্মসূচির মাধ্যমে মূলধারায় ফিরতে সক্ষম এবং এর মধ্যে দিয়ে সবার জন্য মানসম্পন্ন কাজের নিশ্চয়তা সৃষ্টির লক্ষ্য অর্জন সম্ভব– তাও দেখানো হবে;
- প্রমাণ করা হবে যে, স্বল্পশিক্ষিত সুবিধাবঞ্চিত মানুষও দক্ষ শ্রমিকে পরিণত হতে পারেন;
- সামর্থ্যভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও মূল্যায়ন (সিবিটিঅ্যান্ডএ) পদ্ধতি কাজে লাগিয়ে দক্ষতার প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনার জন্য দুটি টিভিইটি ইন্সটিটিউট– সিআরপি গণকবাড়ি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও গাজীপুরের কারিগরি স্কুল অ্যান্ড কলেজের (টিএসসি) সক্ষমতার উন্নয়ন।

আশা করা হচ্ছে যে, পরীক্ষামূলক উদ্যোগের সাফল্য অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকেও তাদের পরিচালিত কোর্সে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী এবং সুবিধাবঞ্চিত মানুষদের অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে উৎসাহ যোগাবে, যার মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশে সবার জন্য মানসম্পন্ন কাজ নিশ্চিত করার লক্ষ্য অর্জন করা যেতে পারে।

কেন তৈরি পোশাক (আরএমজি) শিল্প?

রপ্তানি বাজারে বাংলাদেশের অন্যতম বড় শিল্পখাত হলো তৈরি পোশাক (আরএমজি) শিল্প। ২০০৯ সালে সারাবিশ্বে বস্ত্র ও তৈরি পোশাক খাতের বাজার ছিল ৫২৭ বিলিয়ন ডলারের, আর ওই বছরে এ খাতে বাংলাদেশের রপ্তানি আয় ছিল ১২.৭৫ বিলিয়ন ডলার। এটা ছিল দেশের মোট রপ্তানি আয়ের ৭৯.৩৩ শতাংশ। বাংলাদেশ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর পূর্বাভাষ

[১] টিভিইটি সংস্কার প্রকল্প, আইএলও ঢাকা (২০১০), বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর প্রশিৰণ ও চাকরি সুবিধার মূল্যায়ন

অনুযায়ী, এ বছর তৈরি পোশাক খাত থেকে রপ্তানি আয় আসবে ১৬ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি এবং ২০১৩ সালে তা পৌঁছবে ২৫ বিলিয়ন ডলারে। এক হিসেব অনুযায়ী, বাংলাদেশে জিডিপির ১১ থেকে ১৫% আসছে আরএমজি খাত থেকে, আর শিল্পখাতে এর অবদান ৩৮%[২]।

"আমার কর্মসংস্থান ইন্টারফ্যাবের তত্ত্বাবধানে সিআরপিতে প্রশিৰণ। এটি আমার জীবন বদলে দিয়েছে।"

সুলতানা (শ্রবণ প্রতিবন্ধী)
মেশিন অপরারেট
ইন্টারফ্যাব শার্ট ম্যানুফ্যাকচারিং লিমিটেড

বাংলাদেশের বস্ত্র ও পোশাক শিল্পে প্রায় ৪৫ লাখ শ্রমিক নিয়োজিত, যাদের মধ্যে প্রায় ৮০ শতাংশই নারী[৩]। বিভিন্ন গবেষণার তথ্য অনুযায়ী, রপ্তানিমুখী পোশাক খাতের সাফল্যের মূলে আছে পোশাকের মান, দাম এবং নির্ধারিত সময়ে কাজ শেষ করা ও বিশ্বাসযোগ্যতা। এ কারণে দীর্ঘকাল গভীর মনোযোগের সঙ্গে চাকরিতে নিয়োজিত থাকা এবং কঠোর পরিশ্রম করার জন্য সুপরিচিত প্রতিবন্ধী নারীদের এ খাতে প্রবেশের ব্যাপক সুযোগ রয়েছে।

কেন প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী?

উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা ও বিশ্বব্যাংক পরিচালিত গবেষণার তথ্য থেকে জানা যায়, বাংলাদেশে প্রতি ১০ জন মানুষের মধ্যে একজন কোনো না কোনো প্রতিবন্ধিতার শিকার[৪]। এর মানে হলো সামাগ্রিক হিসাবে দেশের এক কোটি ৫০ লাখেরও বেশি মানুষ এ সমস্যায় আক্রান্ত[৫] এবং এসব মানুষকে মূলধারার শ্রমশক্তি থেকে বাদ দেওয়ায় যে ক্ষতি হচ্ছে তা বাংলাদেশের জিডিপির প্রায় ১৮ শতাংশের সমান[৬]। এ অবস্থায় আক্ষরিকভাবেই প্রতিবছর দেশের কয়েক বিলিয়ন ডলার ক্ষতি হচ্ছে।

এটা সর্বজনবিদিত, সারাবিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোতে মানুষের প্রতিবন্ধিতার সঙ্গে দারিদ্র্য ও অর্থনৈতিক দুর্দশা ঘনিষ্ঠভাবে আন্ৰঃসম্পর্কিত। এক্ষেত্রে দুষ্টচক্রটি হলো– দারিদ্র্যের করাল গ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে অপুষ্টি, ভয়াবহ আবাসন ব্যবস্থা, স্বাস্থ্যসেবা পাওয়ার সীমিত সুযোগ এবং অনুন্নত পরিচ্ছন্নতা ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার কারণে মানুষের দুর্দশাও বাড়তে থাকে। এই চক্র ভাঙার একটি সমাধান হলো শিৰা ও প্রশিৰণকে অঙ্গীভূতকরণ, যা শোভন কাজ লাভের প্রবেশদ্বার।

আইএলও’র প্রধান লক্ষ্য হলো পূর্ণাঙ্গ ও উৎপাদনশীল চাকরির পরিবেশ গড়ে তোলা এবং সবার জন্য শোভন কাজের পরিবেশ নিশ্চিত করার ব্যাপারে সদস্য রাষ্ট্রগুলোকে সহায়তা করা। প্রতিবন্ধী মানুষের বৃত্তিমূলক পুনর্বাসন ও চাকরির সুযোগ সৃষ্টি সংক্রান্ত ১৯৮৩ সালের ***১৫৯ নম্বর আইএলও সনদের*** আওতায় সংস্থাটির গ্রহণ করা প্রতিবন্ধী বিষয়ক কর্মসূচির মাধ্যমে সবার জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিত করার পাশাপাশি প্রতিবন্ধীদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, পুনর্বাসন ও চাকরির সুযোগ সৃষ্টিকে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে।

জাতিসংঘ ২০০৬ সালের ১৩ ডিসেম্বর সর্বসম্মতভাবে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর অধিকার বিষয়ক সনদ (সিআরপিডি) গ্রহণ করে, যা ২০০৮ সালের ৩রা মে থেকে কার্যকর হয়েছে। এ সনদ অনুমোদনকারী প্রথম সারির দেশ হিসেবে বাংলাদেশ, পুরো দেশের সব প্রতিবন্ধী নাগরিকের মানবাধিকার নিশ্চিত করার ব্যাপারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

আন্তর্জাতিক ওই সনদের লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশে টিভিইটি সংস্কার প্রকল্প কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কোর্সে সুবিধাবঞ্চিত গ্রুপের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার পদ্ধতিগত কৌশল নিয়ে কাজ করছে। এক্ষেত্রে পরীক্ষামূলক কোর্স চালুর বিষয়টি প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর অধিকার সম্পর্কে চাকরিদাতাদের উৎসাহিত করার পথে গুরুত্বপূর্ণ একটি পদক্ষেপ।

প্রতিবন্ধীদের যুক্ত করে কর্মসূচি বা সেবাব্যবস্থা পরিচালনার জন্য আপনার কি কোনো ***বিশেষজ্ঞ পরামর্শ, সহায়তা অথবা কাউন্সেলিং*** প্রয়োজন?

আপনার যে কোনো প্রশ্নের ক্ষেত্রে সহায়তা করার জন্য আইএলও’র প্রতিবন্ধী বিষয়ক হটলাইন সদাপ্রস্তুত। যে কোনো পরিস্থিতি এবং সমস্যা থেকে উত্তরণের সব বিষয় নিয়ে পরামর্শ দিতে আগ্রহী এই হটলাইন।

ফোন করুন

+৪১ ০২২ - ৭৯৯ ৬১৯২ অথবা লিখুন

disability@ilo.org-এই ঠিকানায়।

পরীক্ষামূলক পদক্ষেপের পূর্বপ্রস্তুতি

প্রথমত, বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী ও সুবিধাবঞ্চিত নারীদের সম্ভাব্য চাকরির সুযোগ চিহ্নিত করার জন্য ব্যাপক পরিসরে আলোচনার উদ্যোগ নেওয়া হয়। এরই ধারবাহিকতায় তৈরি পোশাক (আরএমজি) খাতকে চিহ্নিত করার পাশাপাশি কোর্সে এ শিল্পের প্রকৃত প্রয়োজন উপযোগী বিষয়াবলী সংযোজন করা হয়। গভীর পর্যালোচনার মধ্যে দিয়ে মানসম্মত শিক্ষা ও মূল্যায়ন সরঞ্জামের উন্নয়ন এবং প্রশিক্ষণের দায়িত্বপ্রাপ্তদের জন্য সক্ষমতা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও মূল্যায়ন (কম্পিটেন্সি বেস্‌ড ট্রেনিং অ্যান্ড অ্যাসেসমেন্ট বা সিবিটি অ্যান্ড এ) পদ্ধতিতে উন্নত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। অধ্যক্ষদেরও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল, যেখানেও অন্যতম গুরুত্ব পায় সিবিটি অ্যান্ড এ পদ্ধতি।

[২] http://www.steinandpartners.com/bangladesh-ready-made-garments-rmg-sector-at-a-glance/

[৩] http://www.steinandpartners.com/bangladesh-ready-made-garments-rmg-sector-at-a-glance/

[৪] http://siteresources.worldbank.org/DISABILITY/Resources/Regions/South%20Asia/DisabilityinBangladesh.pdf

[৫] বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর অধিকার পরিস্থিতি ২০০৯, ডিসএবিলিটি রাইটস ওয়াচ গ্রম্নপ বাংলাদেশ

[৬] রবার্ট এল মেটস্ (২০০০), ডিস্যাবিলিটি ইস্যুজ, ট্রেন্ডস অ্যান্ড রিকমেনডেশনস ফর দ্য ওয়ার্ল্ড ব্যাংক

পরীক্ষামূলক প্রকল্পের বিভিন্ন বিষয়গুলো সযত্নে নির্ধারণ করা ও প্রয়োজনের নিরিখে উন্নয়ন ঘটানো হয়। প্রশিক্ষণার্থীদের পুষ্টিগত প্রয়োজন পূরণ এবং তাদের একটি কম্যুনিটির অনুভূতি সঞ্চারিত করতে বিনোদনমূলক কর্মকাণ্ডও অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সহযোগী প্রতিষ্ঠান যত্নের সাথে নির্বাচন করা হয়, যেখানে লক্ষ্য রাখা হয়েছিল, যাতে সবাই সত্যিকার অর্থেই শিক্ষার্থীদের প্রতি সহযোগিতামূলক ও সঠিক পরিচর্যার পরিবেশ নিশ্চিতের জন্য কাজ করে এবং প্রকৃত পরিবর্তন ঘটানোর বিষয়ে আগ্রহী হয়।

পরীক্ষামূলক কাঠামো

সিআরপি–ভিটিসিতে চার মাসেরও বেশি সময় ধরে আটজন প্রতিবন্ধীসহ ১২ নারী এবং সুবিধাবঞ্চিত স্বল্পশিক্ষিত চারজন প্রশিক্ষণ পাচ্ছে। এরপর প্রশিক্ষণার্থীরা ইন্টারফ্যাব শার্ট ম্যানুফ্যাকচারিং লিমিটেডে আট মাস কর্মক্ষেত্র প্রশিক্ষণ পাবেন এবং তাদের তাদের অর্জিত দক্ষতা কম্পিট্যান্সি স্কিলস্ লগ বুক (সিএসএলবিএস)–এ সংযোজিত হবে।

এই সমন্বিত প্রক্রিয়া নিশ্চিত করবে যে, প্রত্যেক ব্যক্তির প্রশিক্ষণ ফলাফল সংরক্ষিত থাকবে এবং এর মাধ্যমে প্রশিক্ষকরা প্রয়োজনীয় দক্ষতার বিপরীতে শিক্ষার্থীদের সঠিকভাবে মূলয়ন করতে সক্ষম হবেন। এছাড়া এই প্রক্রিয়ায় দক্ষ প্রশিক্ষক ও তত্ত্বাবধায়কের সাহায্য নিয়ে নারীরা শার্ট তৈরির সব ধরনের কাজের জন্য প্রয়োজনীয় কারিগরি সামর্থ্য অর্জনের সুযোগ পাবেন।

সিআরপি–ভিটিসি, ও গাজীপুরের টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ (টিএসসি) সামর্থ্য অর্জনভিত্তিক এই প্রশিক্ষণের প্রাতিষ্ঠানিক অংশটি যৌথভাবে পরিচালনা করছে। সৰমতা ভিত্তিক প্রশিৰণ ও মূল্যায়ন এবং শিল্পপ্রতিষ্ঠান (ইন্টারফ্যাব) বিষয়ে প্রশিৰিত সিআরপি-টিভিসি ও গাজীপুরের টিএসসির দুইজন প্রশিৰক এই কোর্স পরিচালনা করছেন। বাংলাদেশ কারিগরি শিৰা বোর্ডের সঙ্গে সমঝোতার আলোকে এই কোর্সটি জাতীয় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক যোগ্যতা কাঠামোর (এনটিভিকিউএফ) প্রথম স্ৰরে অন্ৰর্ভুক্ত করার প্রস্ৰাব করা হয়েছে।

প্রথম দুই মাসে পাঠ্যক্রম হবে সেলাই মেশিন চালানোর মৌলিক দক্ষতা, মৌলিক অক্ষরজ্ঞান ও বাংলা–ইংরেজিতে সংখ্যা গণনা, কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা বিষয়ক। প্রশিক্ষণার্থীরা এরপর সেলাইয়ের সাধারণ দক্ষতা অর্জন ও নির্দিষ্ট ধরনের শার্ট তৈরির কাজ শেখার পাশাপাশি সময় ব্যবস্থাপনা ও কাজের মান নিশ্চিত করার কৌশল জানতে পারবেন। এসব দক্ষতার সমন্বয়ে কারখানার উচ্চ উৎপাদনশীলতার চাহিদা পূরণে প্রশিক্ষণার্থীদের সক্ষমতা নিশ্চিত করা হবে।

PILOT DIAGRAM

৪

৪ মাসব্যাপী
কর্মৰেত্রের বাইরে
প্রাথমিক প্রশিৰণ
ও নমনীয় মূল্যায়ন

৮

৮ মাসব্যাপী
কর্মৰেত্রে প্রশিৰণ ও
নমনীয় মূল্যায়ন,
ইন্টারফ্যাবে চাকরি

সিএসএলবি

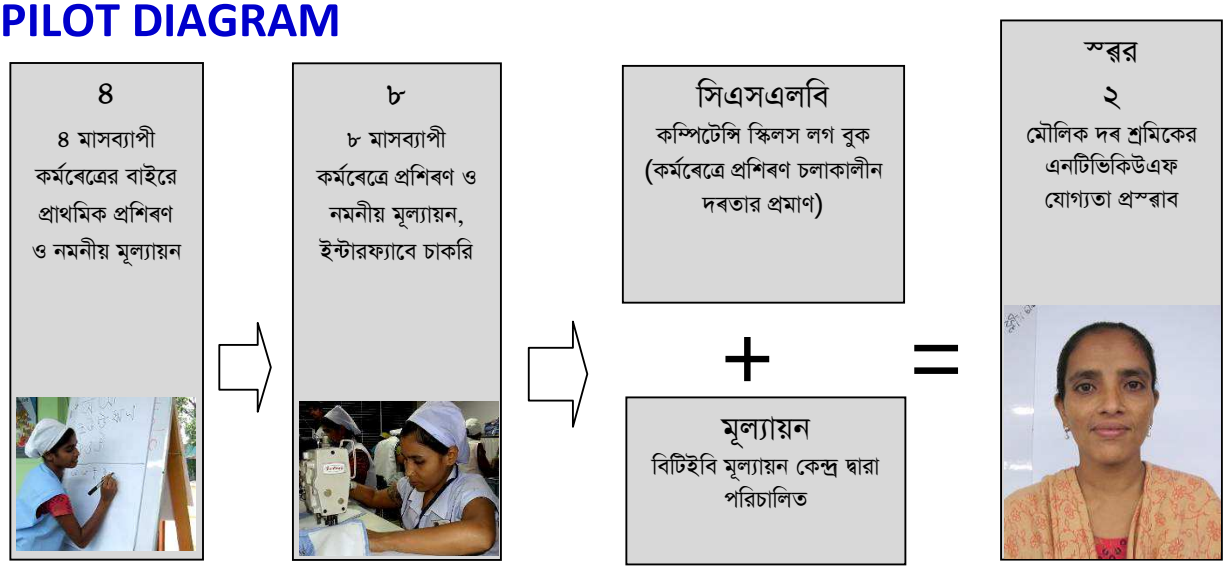

কম্পিটেন্সি স্কিলস লগ বুক
(কর্মৰেত্রে প্রশিৰণ চলাকালীন
দৰতার প্রমাণ)

\+

মূল্যায়ন

বিটিইবি মূল্যায়ন কেন্দ্র দ্বারা
পরিচালিত

=

স্ৰর
২

মৌলিক দৰ শ্রমিকের
এনটিভিকিউএফ
যোগ্যতা প্রস্ৰাব

*Definition of Basic Skilled Worker: Work under direct supervision in a structured context.
* মৌলিক দৰ শ্রমিকের সংজ্ঞা: একটি কাঠামোবদ্ধ প্রেৰিতে প্রত্যৰ তত্ত্বাবধানে কাজ করা।

আমাদের অংশীদারগণ

CRP-BANGLADESH

পক্ষাঘাত পুনর্বাসন কেন্দ্র

মেরুদণ্ডে আঘাতপ্রাপ্তদের সহায়তার ঐকান্তিক লক্ষ্য নিয়ে ১৯৭৯ সালে প্রতিষ্ঠিত পক্ষাঘাত পুনর্বাসন কেন্দ্র (সিআরপি) ইতোমধ্যে সম্মানজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেশ ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সুনাম অর্জন করেছে।

পরীক্ষামূলক এ প্রকল্পে সামর্থ্য নিশ্চিত করার জন্য সিআরপির একজন সমন্বয়ককে সৰমতাভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও মূল্যায়ন (সিবিটি অ্যান্ড এ) ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। এ প্রশিক্ষণের পরেও তাদের দক্ষতার উন্নয়নের বিষয়ে সহায়তা অব্যাহত রাখার পাশাপাশি পরবর্তী কোর্সের জন্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, আবাসন, তথ্যপ্রযুক্তি সরঞ্জাম ও জেনারেটর সহায়তা ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটানো হচ্ছে।

ইন্টারফ্যাব শার্ট ম্যানুফ্যাকচারিং লিমিটেড

বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় একটি তৈরি পোশাক আরএমজি কোম্পানি ইন্টারফ্যাব ভিয়েলাটেক্স গ্রুপের অধীনে পরিচালিত হচ্ছে এবং এ প্রতিষ্ঠান বৈশ্বিক কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতার বিষয়ে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

সামর্থ্য উন্নয়ন নিশ্চিত করতে পরীক্ষামূলক এই প্রকল্পে প্রয়োজনীয় সৰমতা ইউনিটের জন্য একটি দক্ষতা বিশ্লেষণ পরিচালনা করা হয়েছে। কোর্সের পাঠ্যক্রম প্রণয়ন এবং শিক্ষার্থীদের কমপিট্যান্সি স্কিল লগ বুকস্ (সিএসএলবিএস) তৈরির জন্য ব্যবহৃত হয়েছে এই বিশ্লেষণ পদ্ধতি। শিল্পখাতে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন বিষয় যেমন কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যসেবা, অক্ষরজ্ঞান, সংখ্যা গণনার দক্ষতা এবং পরিচ্ছন্নতার মতো বিষয়গুলো নিশ্চিত করা এবং এজন্য বিভিন্ন সরঞ্জামের উন্নয়ন ঘটানো হয়েছে।

গাজীপুর টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ

কারিগরি শিৰা অধিদপ্তর

শিৰা মন্ত্রণালয়

সামর্থ্য উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য সিবিটি অ্যান্ড এ পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা অর্জন করতে একজন প্রশিক্ষককে চার মাসের জন্য সিআরপিতে সংযুক্ত রাখা হবে। এর মাধ্যমে নিশ্চিত হবে যে অন্তত একজন প্রশিক্ষক ভবিষ্যতে কর্মক্ষেত্রের বাইরের প্রশিক্ষণ দেওয়ার সময় সিবিটি অ্যান্ড এ পদ্ধতি প্রয়োগ করতে সক্ষম হবেন। এছাড়া গাজীপুর টিএসসির অধ্যক্ষের জন্য সিআরপিতে সাপ্তাহিক শিক্ষণ পর্ব থাকবে, যার মাধ্যমে প্রশিক্ষণ সম্পর্কে ব্যবস্থাপকদের প্রাথমিক ধারণা অর্জন নিশ্চিত হওয়ার পাশাপাশি অধ্যক্ষ সামনের দিনের সিবিটি অ্যান্ড এ প্রশিক্ষণের ধারা কার্যকরভাবে উপলব্ধি করতে সমর্থ হবেন।

সব পক্ষের সক্রিয় অংশগ্রহণের মধ্যে দিয়ে সরকারের কারিগরি ও বৃত্তিমূলক বিদ্যালয় এবং কলেজ দক্ষতা ও অভিজ্ঞতাসম্মৃদ্ধ হবে এবং এটা ভবিষ্যতে একই ধরনের কমর্মসূচি পরিচালনায় সহায়তা দেবে।

International Labour Organization

আইএলও টিভিইটি সংস্কার প্রকল্প

টিভিইটি সংস্কার প্রকল্প হলো বাংলাদেশ সরকারের একটি উদ্যোগ। সরকারের সহায়তা নিয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থা (আইএলও), আর এতে অর্থায়ন করছে ইউরোপীয় কমিশন (ইসি)।

উন্নত মান, আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত, শিল্পের চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ এবং সবার প্রবেশাধিকার থাকা এই কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে শক্তিশালী করার বিষয়টি নিশ্চিত করবে।

European Union

ইউরোপীয় ইউনিয়ন চুক্তি অনুসারে ইউরোপীয় ইউনিয়ন গঠিত হয়। এই জোটের সদস্য দেশ এখন ২৭টি। ইউরোপীয় কমিউনিটির ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত এ জোটের সদস্য দেশগুলো অভিন্ন পররাষ্ট্র ও নিরাপত্তা নীতি, বিচার ও স্বরাষ্ট্র বিষয়ে পারস্পরিক সহযোগিতা করে থাকে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রধান পাঁচটি প্রতিষ্ঠান হচ্ছে– ইউরোপীয় পার্লামেন্ট, কাউন্সিল অফ মিনিস্টারস্, ইউরোপিয়ান কমিশন, কোর্ট অব জাস্টিস এবং কোর্ট অব অডিটরস্। ইউরোপীয় ইউনিয়ন আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও উন্নয়ন সহায়তার ক্ষেত্রে অন্যতম এক ক্রীড়ানক। বিশ্বে সবচেয়ে বেশি মানবিক সহায়তাও দিয়ে থাকে এই জোট।

বাস্তবায়ন সময়সূচি

২৬ এপ্রিল ২০১১
সিআরপি এবং আইএলও এর মধ্যে চুক্তি স্বাৰর

৩ মে ২০১১
ইন্টারফ্যাব এবং আইএলও এর মধ্যে চুক্তি স্বাৰর

মে/জুন ২০১১
প্রশিৰণ স্থান/সুবিধাদির উন্নয়ন এবং প্রশিৰণার্থীদের নির্বাচন

১৩ জুলাই ২০১১
উদ্বোধনী অনুষ্ঠান এবং প্রশিৰণ শুরম্ন

জুলাই-নভেম্বর ২০১১
কর্মৰেত্রের বাইরে সিআরপিতে ৪ মাসব্যাপী প্রশিৰণ

ডিসেম্বর ২০১১ - জুলাই ২০১২
চাকরিকালীন ইন্টারফ্যাবে ৮ মাসব্যাপী প্রশিৰণ

আগস্ট ২০১২

শিল্প প্রতিষ্ঠান স্বীকৃত মানসম্পন্ন ও বার বছরের শিল্প অভিজ্ঞতাসহ স্নাতক*

(*মূল্যায়ন, সিএসএনবি জমাদান, ইত্যাদি বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল)

আমাদের সুবিধাভোগীরা

আসমা আক্তার, ২০

সুবিধাবঞ্চিত

মাহমুদা আক্তার, ২৫

সুবিধাবঞ্চিত

সাজেদা বেগম, ২৩

শ্রবণ প্রতিবন্ধী

দোলেনা খাতুন, ১৯

জন্ম থেকে খর্বাকৃতির

নাজমা আক্তার, ২৩

ডান হাত দুর্বল

সখিনা, ২১

সুবিধাবঞ্চিত

ফাতিমা আক্তার, ১৯

সুবিধাবঞ্চিত

সালমা আক্তার, ১৮

ডান হাত খাটো ও দুর্বল

শিউলি আক্তার, ২৩

পোলিও এর কারণে বাম পা পৰাগাতগ্রস্ৰ

খাদিজা আক্তার, ২১

পোলিও এর কারণে দুই পা দুর্বল

তাসলিমা আক্তার, ২৮

খাটো ও সরম্ন ডান পা

শাবানা বেগম, ১৯

মুখমণ্ডল ও হাত পোড়া

আমাদের এক প্রশিক্ষণার্থী শিউলীর সঙ্গে কথোপকথন

শিউলী আক্তারের বয়স ঠিক যখন নয় মাস তখনই তিনি পোলিওতে আক্রান্ত হন। ভয়ঙ্কর এই রোগ তার বাম পা সম্পূর্ণ পঙ্গু করে দেয়। তবে এটা তাকে দমিয়ে রাখতে পারেনি। পরিবারের দৃঢ় সমর্থনকে সঙ্গী করে তিনি নিজ শহর খুলনার স্থানীয় একটি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা জয়ের পথে প্রতিবন্ধী সংস্থায় কাজ শুরু করেন। এই সংস্থাটিকে অর্থায়ন করছে এডিডি (অ্যাকশন অন ডিজ্যাবিলিটি অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট)। পাঁচ বছর এ সংস্থায় চাকরি করার পর শিউলী ঢাকায় আসার ব্যাপারে স্বপ্ন দেখা শুরু করেন।

কিসে উদ্বুদ্ধ হয়ে আপনি এই পরীক্ষামূলক প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশ নিলেন? আমি সিআরপি সেন্টারের একজন কর্মীর সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম, তিনিই আমাকে এ কোর্স সম্পর্কে জানান।

এর আগে আপনার কখনো সেলাই মেশিন ব্যবহারের অভিজ্ঞতা আছে? হ্যাঁ, বাড়িতে আমি সাধারণ সেলাই মেশিন চালিয়েছি, তবে পোশাক কারখানায় ব্যাবহার উপযোগী এ ধরনের মেশিন এর আগে কখনোই চালানো হয়নি। এছাড়া বাড়িতে চালানো মেশিনটি স্বয়ংক্রিয় ছিল না, কিন্তু এখানে আমরা নিজেদের ইচ্ছামাফিক অনেক বেশি গতিতে সেলাই মেশিন চালানো শিখছি।

এই কোর্স কি আপনার নিজের সম্পর্কে ভাবনা বদলে দিতে পেরেছে? আমি এখন অনেক বেশি আত্মবিশ্বাসী আর নিজের প্রতি নির্ভর করতে শিখেছি। প্রশিক্ষণের মধ্যে দিয়ে আমার চিন্তভাবনা বদলেছে এবং এখানে আমি আলাদা ধরনের প্রশিক্ষণ সম্পর্কে জানতে পেরেছি। আগে আমি ভাবতাম প্রতিবন্ধিতার কারণে জীবনে আমার পক্ষে কিছু করা সম্ভব নয়, কিন্তু এখন আর সেভাবে ভাবি না। অতীতে অনেক সময়েই মানসিক যন্ত্রনায় ভুগতে হয়েছে, আর এখন নিজেকে অনেক বেশি আত্মবিশ্বাসী মনে হয়।

নিজের ভবিষ্যত কর্মজীবনের পরিকল্পনা করার ক্ষেত্রে এই কোর্স কীভাবে সাহায্য করছে? কোর্সে অংশ নেওয়ার পর বুঝতে পেরেছি আমি একজন ভালো কর্মী হিসেবে নিজের যোগ্যতার প্রমাণ রাখতে পারি এবং কোনো প্রতিষ্ঠিত কারখানায় চাকরিও করতে পারি।

প্রশিক্ষণ শেষে আপনার ইতিবাচক অর্জনগুলো কী? আমি ছয় ধরনের মেশিন সম্বন্ধে জেনেছি ও সেগুলো চালাতে শিখেছি। আমার বিশ্বাস, আমি এখন কারখানায় ব্যবহৃত অন্যান্য মেশিনও চালাতে সক্ষম, কারণ সেগুলো সম্পর্কেও প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। শার্ট প্রস্তুতের পুরো প্রক্রিয়া সম্পর্কেও আমি জানতে পেরেছি।

প্রশিক্ষক আনোয়ারা সরকারের মুখোমুখি

প্রশিক্ষণের প্রথম মাসটি কেমন কেটেছে? এখন পর্যন্ত বেশিরভাগ প্রশিক্ষণার্থীর ফলাফলে সাধারণভাবে আমি সন্তুষ্ট। আমার একমাত্র উদ্বেগ দুয়েকজনকে নিয়ে, কারণ তারা প্রশিক্ষণের বিষয়টি ভালোভাবে ধরতে পারছে না। অবশ্য এই প্রথম তারা সেলাই মেশিনের ব্যবহার শিখছে। আমাদের সামাজিক উদ্বুদ্ধকারী উম্মে ফারজানা তাদের প্রশিক্ষণ বোঝা ও বিষয়গুলো ধরতে পারার ব্যাপারে সাহায্য করছেন।

প্রশিক্ষণ আগে ও পরবর্তী সময়ের মধ্যে কী পার্থক্য দেখা যাচ্ছে? সেলাই মেশিন চালানোর সময় প্রশিক্ষার্থীরা এখন ওএসএইচ সিস্টেম নিয়ম মেনে চলছেন, সময় মেনে শ্রেণিকক্ষে উপস্থিত থাকছেন এবং টেকনিশিয়ানদের সঙ্গে ভালোভাবে অনুশীলন করছেন। আমি প্রতি সপ্তাহেই অগ্রগতি দেখতে পাচ্ছি। আকর্ষণীয় বিষয় হিসেবে মানসিক উন্নয়নও আমার চোখে পড়ছে। তারা এখন অনেক বেশি সুস্থির ও নিবিষ্টচিত্ত মানুষ এবং একে অন্যকে সাহায্য করছেন।

পরীক্ষামূলক এই প্রশিক্ষণ কোর্সের একজন প্রশিক্ষক হিসেবে আপনি কী শিখেছেন? এখানে সব সময় উচ্চ মান বজায় রাখা আমার দায়িত্বের মধ্যে পড়ে এবং নিজের মধ্যে দায়িত্বের প্রতি সচেতনতা আগের চেয়ে অনেক বেড়েছে। প্রশিক্ষকের সামর্থ্য উন্নয়নের দিক বিবেচনা করলে আমার মনে হয়, সিবিটিএ পদ্ধতি সংক্রান্ত জ্ঞান আমাকে সম্মৃদ্ধ করার পাশাপাশি দায়িত্বপালনের বিষয়ে সক্ষমতা বাড়াবে।

এই প্রশিক্ষণ কোর্স থেকে কী সুবিধা পাওয়া যাবে বলে আপনি মনে করছেন? শিক্ষার্থীদের দিক বিবেচনা করলে আমার মনে হয়, অন্যান্য প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের তুলনায় এখান থেকে তারা অনেক ভালো মানের দক্ষতা অর্জন করতে পারছে। তারা আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠছে। আর ব্যক্তিগতভাবে আমার কাজ সম্পর্কে খুব কম মানুষই জানে। তবে এখন আমি তৃতীয় পক্ষ– আইএলওর পর্যবেক্ষণের মধ্যে আছি, আমার অবদান স্বীকৃতি পাবেই।

চাকরির সম্ভাবনা ও কর্মজীবন বিবেচনায় প্রশিক্ষণার্থীদের ভবিষ্যতের বিষয়ে আপনার প্রত্যাশা কী? প্রশিক্ষণার্থীরা শিক্ষণ বিষয়ের সঙ্গে ক্রমশ খাপ খাইয়ে নিচ্ছেন এবং দক্ষতার ঘাটতিগুলো পূরণের জন্য তাদেরকে উৎসাহিত করা হচ্ছে। আন্তঃব্যক্তিক দক্ষতার উন্নয়নের জন্য তারা অন্য একটি পক্ষের তিনটি আলাদা পর্যবেক্ষণের আওতায় আছেন। চার মাস পর তারা সেলাই মেশিন চালানা ও পোশাক প্রস্তুত প্রক্রিয়া সম্পর্কে একটি সম্পূর্ণ জ্ঞান নিয়ে সিআরপি ছেড়ে যাবেন। এরপর কর্মক্ষেত্রে আটমাসের প্রশিক্ষণের সময় তাদের এই দক্ষতার আরো উন্নয়ন ঘটবে। আমি আশা করি, সিআরপিতে প্রশিক্ষণ শেষে অন্তত ৭০ শতাংশ শিক্ষার্থীর উচ্চ দক্ষতা অর্জন হবে এবং তারা কর্মজীবনে অনেক উন্নতি করবেন বলেই আমার বিশ্বাস।

http://www.ilo.org/dhaka/Whatwedo/Projects

আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ

আমরা আশা করি যে, প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষসহ সম্ভাব্য সব প্রশিক্ষণার্থীর জন্য কোর্স পরিচালনা করা সরকারি–বেসরকারি বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের জন্য এই পুস্তিকা সহায়ক হবে। এই প্রশিক্ষণ কোর্স চালু করতে আগ্রহী হলে বা কোনো ধরনের পরামর্শ–তথ্যের প্রয়োজনে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট যে কোনো প্রতিষ্ঠান অথবা টিভিইটি সংস্কার প্রকল্প কার্যালয়ের নিচের ঠিকানায় যোগাযোগের অনুরোধ করা হচ্ছে:

ইমেইল TVETReform@ilo.org

ফোন +৮৮০ ২ ৯১১২৮৩৬, ৯১২০৬৪৯

ফ্যাক্স +৮৮০ ২ ৯১৩৫২০৮

ঠিকানা টিভিইটি সংস্কার প্রকল্প, আইএলও ঢাকা কার্যালয়

বাসা ১২, সড়ক ১২

ধানমণ্ডি আ/এ, ঢাকা ১২০৯, বাংলাদেশ

‘প্রশিক্ষণের শুরুর দিকে সেলাই মেশিন চালানোর নির্দেশনা ও সেগুলো ব্যবহারপদ্ধতি মোটেই সহজ মনে হতো না। কিন্তু এখন তা আমার কাছে অকল্পনীয় সরল ও মজাদার মনে হয়। পোশাক কারখানায় আগে সহকারির কাজ করার সময় তাকিয়ে দেখতাম সেলাই মেশিন অপারেটররা কীভাবে কাজ করছেন। আর এখন আমাকে সে রকম কোনো চিন্তাই করতে হয় না, কারণ আমি এখন তাদের মতোই সেলাই মেশিন চালাতে পারি।’

সখিনা, প্রশিক্ষণার্থী

এ কর্মসূচি এগিয়ে নেওয়ার জন্য আমরা নিম্নোক্ত ব্যক্তিদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি:

প্রশিক্ষক	জনাব আনোয়ারা সরকার (সিআরপি) ও জনাব সৈয়দ ফরিদ আহমেদ (টিএসসি, গাজীপুর)
প্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয়ক	জনাব আরিফ আবদুল্লাহ (ইন্টারফ্যাব) ও জনাব রমেশ হালদার (সিআরপি)
সামাজিক উদ্বুদ্ধকারী	জনাব উম্মে ফারজানা (সিআরপি)